[২০২১] ৮ এস. সি. আর. ৮৯৫

ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

বনাম

মেসার্স হারেশ্বর এন্টারপ্রাইজ (পি) লিমিটেড এবং অন্যরা

(দেওয়ানী আপিল নং, ৭০৩৩, ২০০৯)

১৮, আগস্ট, ২০২১

[হেম্যান্ট গুপ্তা এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ – বীমা দাবি – প্রতিবাদী নং ১-বীমাধারক পলিথিন, প্লাস্টিক ফিল্ম ইত্যাদি উৎপাদনের ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল – প্রতিবাদী নং ২-এর পক্ষে প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতি জামানত হিসেবে এবং প্রতিবাদী নং ৩-এর পক্ষে বাণিজ্যিক মজুদ বন্ধক রাখা হয়েছিল ঋণ পরিশোধের জন্য – প্রতিবাদী নং ১-এর কারখানার প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতি অগ্নি, বন্যা এবং ভূমিকম্পের ঝুঁকির বিরুদ্ধে আপিলকারীর-বীমাকারীর বীমার আওতায় ছিল – আগুন লেগে সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটে – আপিলকারীকে জানানো হয় – আপিলকারী যৌথ সমীক্ষকদের নিয়োগ করে, যারা ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করেন – চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয় – এই প্রতিবেদনের সত্ত্বেও, আপিলকারী তদন্তকারী নিয়োগ করে – পরবর্তীতে, প্রতিবাদী নং ১ একটি অভিযোগ দাখিল করে – এনসিডিআরসি আংশিকভাবে দাবি মঞ্জুর করে এবং নির্ধারিত অর্থের অংশ প্রতিবাদী নং ২ এবং ৩-এর পক্ষে বরাদ্দ করে – আপিলের ক্ষেত্রে, রায়: অগ্নিকাণ্ড ঘটে ০৬.১১.৯৯ তারিখে – সমীক্ষকরা ০৯.১১.৯৯ তারিখে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন – অন্তর্বর্তী এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন যথাক্রমে ২৩.০৩.২০০০ এবং ১৩.০৩.০১ তারিখে বীমাকারীর কাছে জমা দেওয়া হয়, কিন্তু বীমাকারী সঙ্গে সঙ্গে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি – অনেক দেরি পর, ২২.০৬.০১ তারিখে তদন্তকারী নিয়োগ করা হয় কিন্তু সঠিকভাবে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি, যদিও প্রতিবাদী নং ১ বারবার অনুরোধ জানায় – পরবর্তীতে, প্রথমবারের মতো বীমাকারী এনসিডিআরসি কার্যক্রমে তদন্তকারীর প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে – সমীক্ষকদের প্রতিবেদন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী জমা দেওয়া হয় – সেখানে পৌঁছানো সিদ্ধান্তটি তদন্তকারীর প্রতিবেদনের তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য, বীমাকারী যেভাবে প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছে তা বিবেচনায় রেখে – অতএব, এনসিডিআরসি কর্তৃক সমীক্ষকদের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করা এবং তদন্তকারীর প্রতিবেদনের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া অযৌক্তিক নয় – এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই – তবে, এনসিডিআরসি যে অর্থের আদেশ দিয়েছে তা ১২% বার্ষিক সুদের পরিবর্তে ৯% বার্ষিক হারে প্রদেয় হবে।

গ্রাহক সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-ধারা, ২৪ক-পদক্ষেপের কারণ-স্থির ধারা, ২৪ক ইঙ্গিত করে যে অভিযোগটি দুই বছর এর মধ্যে দায়ের করা প্রয়োজন

যে তারিখে পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয় তার তারিখ থেকে - পদক্ষেপের কারণ নমনীয় থাকবে এবং প্রতিটি মামলার তথ্য থেকে সংগ্রহ করা হবে-বর্তমান ক্ষেত্রে, যদিও প্রথমবার আগুন লাগার সময় পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয়েছিল কিন্তু সেই সময়ে এটি স্থির ছিল না-যেহেতু বিষয়টি দোলনশীল ছিল, নতুন পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয়েছিল-তথ্যের ভিত্তিতে, অভিযোগ দায়ের করা সময়সীমার মধ্যে ছিল-এন. সি. ডি. আর. সি দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা ন্যায়সঙ্গত।

গ্রাহক সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-বীমা দাবি-জরিপকারীদের প্রতিবেদন, নির্ভরশীল-অনুষ্ঠিতঃ জরিপকারীদের প্রতিবেদন হল মৌলিক নথি যার সংবিধিবদ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে-এটি নির্ভর করা যেতে পারে যদি এটি বিচারের ফোরামের আস্থা জাগিয়ে তোলে এবং যদি তথ্যের উপর, ফোরাম অন্য কোনও উপাদানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে না পায়।

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

বলেঃ ১.১. ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর ধারা ২৪এ নির্দেশ করে যে, 'কার্যকারণের কারণ' উদ্ভূত হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। কার্যকারণের কারণ নমনীয় থাকবে এবং প্রতিটি মামলায় উদ্ভূত ঘটনার প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল ০৬.১১.১৯৯৯ তারিখে। আপিলকারী ০৭.১১.১৯৯৯ তারিখে বীমাকারীকে জানিয়েছিলেন, যার পর যৌথ সমীক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং যাচাইয়ের পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন ১৩.০৩.২০০১ তারিখে জমা দেওয়া হয়। ওই প্রতিবেদনের পরও, বীমাকারী ২২.০৬.২০০১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে একজন তদন্তকারীকে নিয়োগ করেছিল, তবে তারা দাবি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার দিকে এগোয়নি। এছাড়া, এনসিডিআরসির সামনে বীমাকারীর পক্ষ থেকে দাখিল করা জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, বীমাকারীর নিয়োগকৃত তদন্তকারী এবং প্রতিপক্ষ নং ১-এর মধ্যে ০৭.০৩.২০০২, ০৫.০৪.২০০২, ০৩.০৫.২০০২, ০৩.০৬.২০০২ এবং ১৩.০৭.২০০২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল। উপরোক্ত প্রসঙ্গে, যদি বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করা হয়, তবে যদিও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ০৬.১১.১৯৯৯ তারিখে ঘটেছিল, এটি প্রথমবারের মতো দাবি করার জন্য কার্যকারণের কারণ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সেই কারণ সেই সময়ে স্থির থাকেনি। অন্যদিকে, যৌথ সমীক্ষার প্রক্রিয়া ১৩.০৩.২০০১ তারিখে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল, কিন্তু বীমাকারীর ২২.০৬.২০০১ তারিখে তদন্তকারী নিয়োগের চিঠি নতুন কার্যকারণের কারণ সৃষ্টি করেছিল এবং বিষয়টিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেছিল। এরপর, বিষয়টি সেখানেই শেষ হয়নি; বরং তদন্তকারীরা বারবার তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে থাকায় বিষয়টি চলমান ছিল।

যখন/এটি যথাযথ পদ্ধতিতে শেষ হয়নি, তখন উত্তরদাতা নং ১ একটি আইনি নোটিশ জারি করেছিলেন যার উত্তর জারি করা হয়েছিল, যখন প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এমনকি যে তারিখে উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা প্রাপ্ত ২২.০৬.২০০১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে তদন্তকারীর নিয়োগের প্রক্রিয়াটি অবহিত করার তারিখটিও বিবেচনা করা হয়, সেই তারিখ থেকেও ২৬.০৩.২০০৩-এ দায়ের করা অভিযোগটি সময়ের মধ্যে রয়েছে। দাবিটিকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখার জন্য এন. সি. ডি. আর. সি-র শুরুতে কোনও পৃথক আদেশ পাস করার প্রয়োজন ছিল না এবং তারপরে যখন এটি সত্যের উপর স্পষ্ট হয় তখন এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। সি এন. সি. ডি. আর. সি দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে অভিযোগের বিবেচনা ন্যায়সঙ্গত ছিল। [অনুচ্ছেদ ৬-৮] [৯০২-ই-এফ; ৯০৩-সি-ডি, জি-এইচ; ৯০৪-এ-ই]

> কান্ডিমল্লা রাঘবাইয়া এবং কোম্পানি বনাম জাতীয় বীমা কোম্পানি এবং আরেকটি (২০০৯) ৭ এস. সি. সি. ৭৬৮: [২০০৯] ১০ এস. সি. আর. ৮৭০-বিশিষ্ট।

১.২ দাবির গুণাগুণ সম্পর্কে, এনসিডিআরসি কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এনসিডিআরসি যৌথ সমীক্ষকদের ১৩.০৩.২০০১ তারিখে জমা দেওয়া প্রতিবেদনের প্রতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে এবং আংশিকভাবে দাবিটি মঞ্জুর করেছে। ১৩.০৩.২০০১ তারিখের সমীক্ষক প্রতিবেদনে দুইটি অংশ বিবেচনা করা হয়েছিল; প্রথমত, রিপোর্টের ধারা ৮.১-এ উল্লেখিত এলডিপিই প্লাস্টিক, পাউডার, গ্র্যানুল, টিউবিং এবং ফিল্ম স্টকের ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন। দ্বিতীয়ত, ধারা ৮.২-এ প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতির ধ্বংসের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন, যেখানে ৪৬,৬০,৪৫৯/- টাকা অবচয়িত মূল্য হিসেবে প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রদেয় হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত দাবির ক্ষেত্রে, প্রতিপক্ষ নং ২ (মহারাষ্ট্র স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন) স্বার্থান্বিত। প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতির বিষয়ক মূল্যায়ন নিয়ে সমীক্ষক বা এনসিডিআরসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর বিতর্ক নেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, গুণগত বিষয়ে যে একমাত্র প্রশ্ন এখানে বিবেচনার প্রয়োজন, তা হল অগ্নিকাণ্ডে স্টক-ইন-ট্রেড ধ্বংসের কারণে নির্ধারিত ক্ষয়ক্ষতি। সমীক্ষক প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যতক্ষণ না প্রতিবেদনকে খণ্ডানোর জন্য আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেশ করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে কোনও গুরুতর বিতর্ক নেই। ক্ষতি এর দ্বারা

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কারখানা ও যন্ত্রপাতির ধ্বংস খুব একটা বড় সমস্যা নয়। কাঁচামাল/স্টকের ক্ষয়ক্ষতি হিসাবে উত্থাপিত বিতর্কটি এই যুক্তি দিয়ে উত্থাপিত হয়েছে যে ১৯৯৯ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে স্টক ক্রয় ১৯৯৯ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত স্টকের অবস্থানের তুলনায় অত্যধিক দেখা গেছে, সেই পরিস্থিতিতে, তথ্য ও পরিস্থিতিতে-এখানে তদন্ত প্রতিবেদনটি একটি অপরিহার্য নথি ছিল কিনা বা জরিপ প্রতিবেদনটি সেই দিকের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট সম্পূর্ণ কিনা তা সমস্যা। আইনের এই প্রস্তাব যে জরিপকারীর প্রতিবেদনকে একটি পবিত্র নথি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না এবং তদন্ত প্রতিবেদন সহ যদি কোনও বিপরীত প্রমাণ থাকে, তবে এটিকে প্রত্যাখ্যানমূলক উপাদান হিসাবে উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়া উচিত, এই আদালত একমত। তবে, লক্ষণীয় বিষয়টি হল যে তাত্ক্ষণিক মামলায় জরিপকারীর প্রতিবেদনটি যথাযথ পদ্ধতিতে স্টক অবস্থানের বিবেচনার জন্য বিজ্ঞাপন দেয় কিনা এবং সেই পরিস্থিতিতে কোনও তদন্ত প্রতিবেদন যা তদন্তের উপর ভিত্তি করে বিলম্বিতভাবে শুরু হয়েছিল তা কেন্দ্রবিন্দুতে নেওয়া উচিত কিনা। বাস্তবতা হল যে, জরিপকারীর প্রতিবেদন হল মৌলিক নথি যার সংবিধিবদ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে এবং যদি এটি বিচারক ফোরামের আস্থাকে অনুপ্রাণিত করে এবং যদি এই ধরনের ফোরাম মামলার উদ্ভূত তথ্য ও পরিস্থিতিতে অন্য কোনও উপাদানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে না পায়, তবে সেটিকে ভিত্তি করে তৈরি করা যেতে পারে। যদি সেই আলোকে, জরিপকারীদের প্রতিবেদন, যার উপর নির্ভরশীলতা এন. সি. ডি. আর. সি দ্বারা রাখা হয়েছে, স্টক ধ্বংসের কারণে ক্ষতি সম্পর্কিত মূল্যায়ন হিসাবে নোট করা হয়েছে, তার বিবেচনা শর্ত ৮.১.১-এ করা হয়েছে এবং ব্যাঙ্কের কাছে ঘোষিত স্টকের অবস্থান শর্ত ৮.১.৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৯-১১,১৩ এবং ১৪] [৯০৪-ই-জি; ৯০৫-এ-বি; ৯০৬-সি-ডি; ৯০৭-এ-এফ]

> ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম হরজিৎ রাইস মিলস (২০০৫) ৬ এস. সি. সি ৪৫: [২০০৫] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭৯৪-বিশিষ্ট।
>
> নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রদীপ কুমার (২০০৯) ৭ এস. সি. সি ৭৮৭: [২০০৯] ১৬ এস. সি. আর ৫০৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৩ স্টক সম্পর্কিত বিবরণের সঠিকতা নির্ধারণের জন্য জরিপকারীদের দ্বারা করা বিবেচনা ইঙ্গিত দেয় যে-ব্যাঙ্কে ঘোষিত স্টকের মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে;

স্টকের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১.০৩.১৯৯৯ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত উৎপাদন অ্যাকাউন্ট এবং ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী; অগাস্ট ১৯৯৯ থেকে অক্টোবর ১৯৯৯ সময়কালের ক্রয়ের জন্য প্রদান করা ব্যাখ্যা। সেই প্রসঙ্গে, সমীক্ষকরা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ থেকে ০৪.১১.১৯৯৯ সময়কালের মধ্যে এলডিপিই সংগ্রহের উৎস পরিদর্শন করেছেন। অতএব, সমীক্ষকদের প্রতিবেদনের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে এটি কোনো সাধারণ মূল্যায়ন নয় বরং সমস্ত দিক বিবেচনা করেছে, যা অবিশ্বাস্য ছিল তা বাতিল করেছে এবং তারপর মূল্যায়ন করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ০৬.১১.১৯৯৯ তারিখে এবং সমীক্ষকরা ০৯.১১.১৯৯৯ তারিখেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং অন্তর্বর্তী এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন যথাক্রমে ২৩.০৩.২০০০ এবং ১৩.০৩.২০০১ তারিখে বীমাকারীর কাছে জমা দেন। বীমাকারী সঙ্গে সঙ্গে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বরং দীর্ঘ বিলম্বের পর ২২.০৬.২০০১ তারিখে তদন্তকারী নিয়োগ করে এবং উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেনি, যদিও প্রতিপক্ষ নং ১ বারবার অনুরোধ জানিয়েছিল। বীমাধারক এনসিডিআরসির কাছে গিয়েছিলেন এবং সেই কার্যক্রমেই প্রথমবারের মতো বীমাকারী তদন্তকারীর প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করে। অতএব, বর্তমান মামলার পরিস্থিতিতে, সমীক্ষকদের প্রতিবেদন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে পৌঁছানো সিদ্ধান্ত আরও যুক্তিসঙ্গত ও নির্ভরযোগ্য, কারণ বীমাকারী যেভাবে বিষয়টি পরিচালনা করেছে তা বিবেচনায় রেখে। সেই অনুযায়ী, এনসিডিআরসি কর্তৃক সমীক্ষকদের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করা এবং তদন্তকারীর প্রতিবেদনে গুরুত্ব না দেওয়া বর্তমান মামলার পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গত এবং এতে ত্রুটি নেই। সেই প্রেক্ষাপটে, এনসিডিআরসির এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। [প্যারাগ্রাফ ১৫, ১৬][৯০৭-জি-এইছ; ৯০৮-এ; ৯০৯-সি-এফ]

১.৪ সুদের হার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এমন হওয়া উচিত যাতে দেরি করে প্রদত্ত অর্থের কারণে দাবিকারী উপযুক্ত সুবিধা পান। এনসিডিআরসি কেন বার্ষিক ১২% হারে সুদ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার জন্য কোনো নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ নেই। অতএব, সাধারণ ব্যাংক হার বা তার কাছাকাছি সুদ ৯% বার্ষিক হারে প্রদান যথাযথ হবে। সেই অনুযায়ী, এনসিডিআরসির আদেশ অনুযায়ী অর্থ বার্ষিক ১২% সুদের পরিবর্তে ৯% হারে প্রদেয় হবে। সেই পরিমাণে, আদেশটি সংশোধিত বলে বিবেচিত হবে। এই আদালত আপিল গ্রহণ করার সময় এবং আদেশ স্থগিত রাখার অনুমতি প্রদানের সময় শর্তারোপ করেছিল যে মোট অর্থের ৫০% জাতীয় কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের কমিশনের সন্তুষ্টির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ৬০:৪০ অনুপাতে এটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অতএব আবেদনকারী ছয় সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় কমিশনের সামনে অবশিষ্ট অর্থ জমা করবেন এবং প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের অনুপাতে বিতরণ করা হবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের এটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হবে। [অনুচ্ছেদ ১৭,১৮] [৯০৯-জি-এইচ; ৯১০-এ-সি]

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম বি. এস. এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রিজ (১) (২০০৯) ৫ এস. সি. সি ১২১: [২০০৯] ৪ এস. সি. আর ৭৬২-উল্লিখিত।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

[২০০৯] ৪ এস. সি. আর. ৭৬২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
[২০০৯] ১০ এস. সি. আর. ৮৭০	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৬
[২০০৯] ১৬ এস. সি. আর. ৫০৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৫] ১ সম্পূরক। এস. সি. আর. ৭৯৪	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৯ সালের দেওয়ানি আপিল

২০০৩ সালের ১০২ নং মূল পিটিশনে নয়াদিল্লির জাতীয় গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের ২৭.০৩.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

বিষ্ণু মেহরা, বি. কে. সতীজা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

বিনয় নাভারে, সন্তোষ পল, প্রবীণ আইনজীবী, শ্রীমতি আভা আর. শর্মা, এম. বিচারপতি পল, অনিরুদ্ধ পি. মেই, আইনজীবী উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন **এ. এস. বোপান্না, বিচারপতি**।

১. আপিলকারী (বিমাকারী), যিনি প্রতিপক্ষ নং ১ হিসেবে উল্লেখিত ছিলেন, ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপুটস রিড্রেসাল কমিশন, নয়াদিল্লি ("এন সি ডি আর সি" সংক্ষেপে) এর নিকট দায়ের করা অভিযোগে (ও.পি. নং ১০২/২০০৩) এই আপিলে আদালতের সামনে এসেছেন ২৭.০৩.২০০৯ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে। প্রতিপক্ষ নং ১ (বীমিত) এন সি ডি আর সি-এর সামনে দাবি জানিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষ নং ১-এর মালিকানাধীন কারখানার উদ্ভিদ ও যন্ত্রপাতি প্রতিপক্ষ নং ২-এর পক্ষে নিরাপত্তা হিসেবে বন্ধক রাখা হয়েছিল, যখন বাণিজ্যিক মজুদ প্রতিপক্ষ নং ৩ (থানে জন সহকারী ব্যাংক)-এর পক্ষে ঋণ পরিশোধের জন্য হাইপোথিকেটেড ছিল। তখন থেকে

উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ তাদের/বকেয়া পাওনাগুলির জন্য দাবি সামঞ্জস্য করার অধিকারী, তারা কার্যধারার পক্ষ হিসাবে সাজানো হয়।

২. ২৭.০৩.২০০৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, যা এখানে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, এন ডি আর টি সি আংশিকভাবে অভিযোগ মঞ্জুর করেছে এবং বিমাকারীকে ১২% বার্ষিক সুদের হারে ৭৯,৩৪,৭০৩/- টাকা পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছে। উক্ত অর্থের মধ্যে ৪৯,৫৬,৮৯৭/- টাকা প্রতিপক্ষ নং ২ (মহারাষ্ট্র স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন)-এর পক্ষে বরাদ্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ২৯,৭৭,৮০৬/- টাকা প্রতিপক্ষ নং ৩ (থানে জন সহকারী ব্যাংক লিমিটেড)-এর পক্ষে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোট মঞ্জুরকৃত অর্থ প্রতিপক্ষ নং ১ (বীমিত) কর্তৃক দাবি করা ১,২৫,২৫,৩১৯/- টাকার বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়েছে।

৩. এন ডি আর টি সি-এর সামনে দাবি উত্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল যে প্রতিপক্ষ নং ১ পলিথিন, প্লাস্টিক ফিল্ম এবং অন্যান্য অনুরূপ প্যাকেজিং উপকরণ উৎপাদনের ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল। প্রতিপক্ষ নং ২ প্রতিপক্ষ নং ১-কে তার ভবন, উদ্ভিদ ও যন্ত্রপাতি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করেছিল। প্রতিপক্ষ নং ৩-ও প্রতিপক্ষ নং ১-কে বাণিজ্যিক মজুদ সংগ্রহের জন্য ঋণ প্রদান করেছিল, যা তাদের কাছে হাইপোথিকেটেড করা হয়েছিল। কারখানার ভবন, উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি অগ্নি, বন্যা এবং ভূমিকম্পের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিপক্ষ নং ১ আপিলকারীর কাছ থেকে বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিল। একটি পলিসি ০৫.০২.১৯৯৯ থেকে ০৪.০২.২০০০ পর্যন্ত সময়ের ঝুঁকি কভার করার জন্য ছিল। বাণিজ্যিক মজুদের ঝুঁকির জন্য আরেকটি পলিসি গ্রহণ করা হয়েছিল, যা ১৭.০৯.১৯৯৯ থেকে ১৬.০৯.২০০০ পর্যন্ত ছিল। প্রতিপক্ষ নং ১ তার কারখানার কার্যক্রম চালাচ্ছিল, যখন ০৬.১১.১৯৯৯ তারিখে একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যা উদ্ভিদ ও যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত পণ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। প্রতিপক্ষ নং ১ ০৭.১১.১৯৯৯ তারিখে আপিলকারীকে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে জানায়।

৪. এর পর আপিলকারী এম/এস এইচ. মান্না অ্যান্ড কোম্পানি এবং বিরেন্দ্র পদ্মাসি শাহকে যৌথভাবে সমীক্ষক হিসেবে ক্ষতি নিরূপণের জন্য নিয়োগ করেন। সমীক্ষকরা ০৯.১১.১৯৯৯ তারিখে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। নথি ও রেকর্ড প্রাপ্তির পর তারা ২৩.০৩.২০০০ তারিখে একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন এবং ১৩.০৩.২০০১ তারিখে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিমাকারীর কাছে জমা দেন। উক্ত প্রতিবেদনে সমীক্ষকরা ব্যবসায়িক ক্ষতি এবং অন্যান্য ক্ষতি বাদ দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১,০৬,০০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করেন। তবে বিমাকারী দাবি নিষ্পত্তি করেনি বা তা প্রত্যাখ্যান করেনি। পরিবর্তে, বিমাকারী ২২.০৬.২০০১ তারিখে একটি চিঠির মাধ্যমে প্রতিপক্ষ নং ১-কে জানায় যে দাবি যাচাই করার জন্য ওম নিত্যানন্দ এন্টারপ্রাইজকে তদন্তকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

এটা সেই দৃষ্টি যেহেতু পুনরাবৃত্ত অনুরোধ এবং আইনি নোটিশের মাধ্যমে করা দাবি আপিলকারী দ্বারা পূরণ করা হয়নি, প্রতিপক্ষ নং ১ এন ডি আর টি সি-এর সামনে অভিযোগ দায়ের করেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এন ডি আর টি সি বিষয়টি বিশদভাবে বিবেচনা করে তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এবং আংশিক দাবি মঞ্জুর করার আদেশ দিয়েছে।

৫. শুরুতে আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি শ্রী বিষ্ণু মেহরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এন. সি. ডি. আর. সি-র সামনে খুব কার্যধারা টেকসই ছিল না কারণ দাবিটি সীমাবদ্ধতার বাইরে দায়ের করা হয়েছিল। এই বিষয়ে, বিদ্বান কৌঁসুলি গ্রাহক সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ (সংক্ষেপে 'আইন ১৯৮৬')-এর ধারা ২৪-ক-র কথা উল্লেখ করেছেন যা পদক্ষেপের কারণ উদ্‌ভূত হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করার সীমাবদ্ধতা প্রদান করে। সেই আলোকে, ১টি যুক্তি দেখায় যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ০৬.১১.১৯৯৯-এ ঘটেছিল, কিন্তু উত্তরদাতা নং। এন. সি. ডি. আর. সি-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ২৬.০৩.২০০৩-এ যা উক্ত বিধানের অধীনে প্রদত্ত দুই বছরের সময়কালের বাইরে। তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য বিদ্বান কৌঁসুলি এই মামলায় প্রকাশিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম বিএস এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রিজ (১) (২০০৯) ৫ এসসিসি ১২১ ১১ এবং ১২ অনুচ্ছেদের নির্দিষ্ট উল্লেখ সহ। উক্ত সিদ্ধান্তের একটি পর্যালোচনায় কোনও সন্দেহ নেই যে এই আদালত দ্বারা এই রায় দেওয়া হয়েছে যে এই বিধানটি অনর্থক প্রকৃতির এবং অভিযোগ স্বীকার করার আগে ভোক্তা ফোরামকে দেখতে হবে যে এটি পদক্ষেপের কারণ সংগ্রহের তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে দায়ের করা হয়েছে।

৬. যুক্তিতর্কটি উল্লেখ করার পরে, যে বিধানটি রয়েছে, তাতে কোনও অস্পষ্টতা নেই। তবে, যা ১s লক্ষ্য করা প্রয়োজন তা হল যে বিধানটি নির্দেশ করে যে 'পদক্ষেপের কারণ' উত্থাপিত হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা প্রয়োজন। সেই প্রসঙ্গে, মামলার আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার উপর নির্ভর করে আরেকটি সিদ্ধান্ত, কান্দিমল্ল রাঘবতালি এবং কোম্পানি বনাম জাতীয় বীমা সংস্থা এবং আরেকটি (২০০৯) ৭ এস সি সি ৭৬৮ অনুচ্ছেদ ১৮-এর নির্দিষ্ট উল্লেখ সহ ইঙ্গিত করবে যে 'পদক্ষেপের কারণ' শব্দটি আইনে সংজ্ঞায়িত না হলেও এটি ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে এবং সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করার সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে এর ভিন্ন অর্থ থাকবে। এতে বলা হয়েছে যে, 'পদক্ষেপের কারণ' অর্থ, যে কারণে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং যা মোকদ্দমার জন্য সুযোগ দেয় এবং ভিত্তি তৈরি করে। এই মামলায় বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে যেহেতু উক্ত মামলায়, যা একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ক্ষেত্রেও ছিল, এটি বলা হয়েছিল যে পদক্ষেপের কারণ সংগ্রহের তারিখটি আগুন লাগার তারিখ হতে হবে। তবে, কি

দৃষ্টি হারানো যায় না যে, উল্লিখিত মামলায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছিল যেহেতু তামাকের গুদামে আগুন লেগেছিল ২২/২৩.০৩.১৯৮৮ এবং যে ব্যাঙ্কের পক্ষে স্টকগুলি অনুমান করা হয়েছিল সেই ব্যাঙ্ককে আবেদনকারী নিজেই ২৩.০৩.১৯৮৮-এ এটি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, কিন্তু যতদূর দাবি করা যায়, বিষয়টি সেখানে ০৬.১১.১৯৯২ পর্যন্ত ছিল যখন আবেদনকারী প্রথমবার বীমা কোম্পানিকে চিঠিটি সম্বোধন করেছিলেন এবং দাবি ফর্ম চেয়েছিলেন। যদি উল্লেখ করা থাকে তবে তার মধ্যে থাকা তথ্যগুলি নির্দেশ করবে যে এই আদালত যে তারিখটিতে আগুন লেগেছিল সেই তারিখটি পদক্ষেপের কারণ সংগ্রহের তারিখ হিসাবে অন্য কোনও উপায়ে এগিয়ে যায়নি। এটি স্ট্রেইট জ্যাকেটে রাখা হয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভূত তথ্যের সমষ্টি থেকে সংগ্রহের জন্য পদক্ষেপের কারণ নমনীয় থাকবে।

৭. বিপরীতে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ০৬.১১.১৯৯৯-এ ঘটেছে। আবেদনকারী ০৭.১১.১৯৯৯-এ বীমাকারীকে অবহিত করেছিলেন, যেখানে যৌথ জরিপকারীদের নিয়োগের পরে এবং যাচাইয়ের পরে ১৩.০৩.২০০১-এ তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। উক্ত প্রতিবেদন সত্ত্বেও, বীমাকারী তাদের ২২.০৬.২০০১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে একজন তদন্তকারী নিয়োগ করেছিলেন তবে দাবিটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য এগিয়ে যাননি। সেই প্রেক্ষাপটে, এন. সি. ডি. আর. সি-র আগে উত্তরদাতা নং। দ্বারা দায়ের করা অভিযোগের পর্যালোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ২১ নং অনুচ্ছেদে পদক্ষেপের কারণটি পাতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

২১. পদক্ষেপের কারণ

> কারণটি প্রথম উদ্ভূত হয় যখন অভিযোগকারীর সম্পত্তি ৬.১১.১৯৯৯ তারিখে আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর এটি পর্যায়ক্রমে অব্যাহত ছিল, যখন সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল এবং অভিযোগকারীর দাবি পরিশোধ করা হয়নি। এটি উদ্ভূত হয়েছিল যখন অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে আইনি নোটিশ জারি করা হয় এবং প্রতিপক্ষ নং ১-এর পক্ষে আইনজীবী তার উত্তর দিয়েছিলেন। সুতরাং, বর্তমান মূল পিটিশন সীমার মধ্যে রয়েছে। অভিযোগকারীর পক্ষে আইনজীবী ৫.১.২০০৩ তারিখে প্রতিপক্ষ নং ১-এর কাছে অর্থ দাবি করে আইনি নোটিশ জারি করেছিলেন। উক্ত চিঠির একটি কপি সংযুক্ত করা হয়েছে এবং এটি অ্যানেক্সার পি/১৩ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, এন. সি. ডি. আর. সি-র রেফারেন্সের আগে বীমাকারীর পক্ষ থেকে দায়ের করা উত্তরে বলা হয়েছে যে, বীমাকারী এবং উত্তরদাতা নং, ১-এর দ্বারা নিযুক্ত তদন্তকারীর মধ্যে ০৭.০৩.২০০২,০৫.০৪.২০০২,০৩.০৫.২০০২,০৩.০৬.২০০২ এবং ১৩.০৭.২০০২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে চিঠিপত্র বিনিময় করা হয়েছিল।

৮. উপরোক্ত প্রসঙ্গে এখানে প্রদত্ত ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যদিও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ০৬.১১.১৯৯৯ তারিখে ঘটে, এটি প্রথমবারের মতো দাবির কারণ সৃষ্টি করেছিল কিন্তু এটি তখনই স্থির ছিল না। বরং, যৌথ সমীক্ষার প্রক্রিয়া ১৩.০৩.২০০১ তারিখে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে শেষ হলেও, বিমাকারী কর্তৃক ২২.০৬.২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ নং ১-কে তদন্তকারী নিয়োগের বিষয়ে প্রেরিত চিঠি একটি নতুন কারণ সৃষ্টি করেছিল এবং বিষয়টি চলমান ছিল। পরবর্তীতে, তদন্তকারীদের পক্ষ থেকে পুনরাবৃত্তি করে তথ্যের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। যখন এটি সঠিকভাবে শেষ হয়নি, প্রতিপক্ষ নং ১ (বীমিত) ০৫.০১.২০০৩ তারিখে একটি আইনি নোটিশ জারি করেন, যার উত্তর প্রদান করা হয়েছিল, যখন দাবিটি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি স্পষ্ট হয় এবং অভিযোগ দায়ের করা হয়। এমনকি যদি ২২.০৬.২০০১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে তদন্তকারীর নিয়োগের তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়ার তারিখটি বিবেচনায় নেওয়া হয়, তখনও ২৬.০৩.২০০৩ তারিখে দায়েরকৃত অভিযোগটি সময়ের মধ্যে ছিল। এন ডি আর টি সি-এর পক্ষে এই বিষয়ে কোনো পৃথক আদেশ প্রদানের প্রয়োজন ছিল না যে দাবি সীমার মধ্যে রয়েছে এবং তারপরে এটি পরিচালনা করার জন্য, কারণ এটি স্পষ্ট ছিল। ফলে এন ডি আর টি সি কর্তৃক অভিযোগটি বিষয়গতভাবে বিবেচনা করা যথাযথ ছিল। সুতরাং, মি. বিষ্ণু মেহরা, শিক্ষিত আইনজীবী কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তিটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যাত হয়।

৯. দাবিটির বিষয়বস্তুতে, এন ডি আর টি সি কর্তৃক ২৭.০৩.২০০৯ তারিখে প্রদত্ত চ্যালেঞ্জকৃত আদেশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যৌথ সমীক্ষকদের ১৩.০৩.২০০১ তারিখের প্রতিবেদনের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে এবং এটি আংশিকভাবে দাবি মঞ্জুর করেছে। ১৩.০৩.২০০১ তারিখের সমীক্ষা প্রতিবেদনে দুটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে; প্রথমত, এলডিপিই প্লাস্টিক, পাউডার, গ্র্যানুলস, টিউবিংস এবং ফিল্মের মজুদের ক্ষতির মূল্যায়ন, যা প্রতিবেদনের ধারা ৮.১-এ অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদ ও যন্ত্রপাতি ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির মূল্যায়ন ধারা ৮.২-এ করা হয়েছে এবং ৪৬,৬০,৪৫৯/- টাকার অবমূল্যায়িত মূল্য উদ্ভিদ ও যন্ত্রপাতির ক্ষতির জন্য প্রদান করা হয়েছে। উক্ত দাবির বিষয়ে প্রতিপক্ষ নং ২ (মহারাষ্ট্র স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন) আগ্রহী। এই বিষয়ে, আপিলকারীর শিক্ষিত আইনজীবী এবং প্রতিপক্ষ নং ১ ও ২-এর শিক্ষিত আইনজীবীরা একমত হয়েছেন যে উদ্ভিদ ও যন্ত্রপাতি বিষয়ক সমীক্ষক বা এন ডি আর টি সি-এর বিবেচনায় কোনো গুরুতর বিতর্ক নেই। যেহেতু এটি এন ডি আর টি সি-এর সামনে একটি বড় বিষয় ছিল না, সেহেতু এই কার্যক্রমে এটি বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই।

১০. এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে যোগ্যতার বিষয়ে একমাত্র প্রশ্ন যা এখানে বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্টক-বাণিজ্য ধ্বংসের জন্য মূল্যায়িত ক্ষতির বিষয়ে। এই দিকটিতে, আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দেখিয়েছেন যে এন. সি. ডি. আর. সি তদন্ত প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা না দিয়ে জরিপকারীর প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে একটি ত্রুটি করেছে, এই মামলার সিদ্ধান্তকে উল্লেখ করেছে, নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রদীপ কুমার (২০০৯) ৭ এস. সি. সি ৭৮৭ এবং অনুচ্ছেদ ২১ এবং ২২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যা এখানে পড়েঃ-

"২১. ১৯৩৮ সালের আইনের ধারা ৬৪-ইউ. এম. (২)-এ লেখা আছেঃ

"৬৪-ইউএম, (২) বীমা (সংশোধনী) আইন, ১৯৬৮-এর সূচনা থেকে এক বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যে কোনও সময়ে কোনও বীমাকারীকে উদ্ভূত বা অবহিত কোনও বীমা পলিসির মূল্য বিশ হাজার টাকার সমতুল্য বা তার বেশি ভারতে পরিশোধ বা নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন হয় এমন কোনও লোকসানের বিষয়ে কোনও দাবি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যথায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, বীমাকারী দ্বারা অর্থ প্রদানের জন্য গ্রহণ করা হবে না বা নিষ্পত্তি করা হবে না, যদি না তিনি এই ধারার অধীনে জারি করা লোকসানের বিষয়ে কোনও প্রতিবেদন পান, যার কাছে জরিপকারী বা লোকসান মূল্যায়নকারী হিসাবে কাজ করার জন্য লাইসেন্স রয়েছে (এরপরে "অনুমোদিত জরিপকারী বা লোকসান মূল্যায়নকারী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে):

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোনও কিছুই অনুমোদিত জরিপকারী বা লোকসান মূল্যায়নকারী কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের থেকে ভিন্ন কোনও পরিমাণে কোনও দাবি পরিশোধ বা নিষ্পত্তি করার জন্য বীমাকারীর অধিকার কেড়ে নেবে বা সংকুচিত করবে বলে মনে করা হবে না।

উপরোক্ত বিধানের উদ্দেশ্য হল যে, বীমাকারীর দ্বারা প্রদত্ত ক্ষতির ক্ষেত্রে দাবিটি ২০,০০০/- টাকা বা এর বেশি হলে, বীমাকারীর দ্বারা অর্থ প্রদান বা নিষ্পত্তির জন্য স্বীকার করার আগে অবশ্যই একজন অনুমোদিত জরিপকারী (বা ক্ষতির মূল্যায়নকারী) দ্বারা ক্ষতির মূল্যায়ন করতে হবে। তবে, এতে সংযুক্ত বিধানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, বীমাকারী বীমাকৃতের ক্ষতির জন্য যে কোনও পরিমাণে দাবি নিষ্পত্তি করতে পারে বা অনুমোদিত জরিপকারী (বা ক্ষতির মূল্যায়নকারী) দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের থেকে আলাদা কোনও পরিমাণ বীমাকৃতকে প্রদান করতে পারে।

২২. অন্য কথায়, যদিও অনুমোদিত জরিপকারীর দ্বারা ক্ষতির মূল্যায়ন বীমাকারীর দ্বারা কুড়ি হাজার টাকা বা তার বেশি দাবি পরিশোধ বা নিষ্পত্তির জন্য একটি পূর্বশর্ত, তবে জরিপকারীর প্রতিবেদন শেষ এবং চূড়ান্ত শব্দ নয়। এটি এতটা পবিত্র নয় যে এটি করতে পারে না

অনুমোদিত জরিপকারীর প্রতিবেদনটি বীমাকৃত ব্যক্তির ক্ষতির বিষয়ে বীমাকারীর দাবি নির্ধারণের ভিত্তি বা ভিত্তি হতে পারে তবে অবশ্যই এই প্রতিবেদনটি বীমাকারী বা বীমাকৃতের উপর বাধ্যতামূলক নয়।

১১. উক্ত সিদ্ধান্তে, কোনও সন্দেহ নেই যে, যদিও কোনও অনুমোদিত জরিপকারীর দ্বারা ক্ষতির মূল্যায়ন দাবি পরিশোধ বা নিষ্পত্তির জন্য একটি পূর্বশর্ত, তবুও জরিপকারীর প্রতিবেদনটি শেষ এবং চূড়ান্ত শব্দ নয়। এটি এতটা পবিত্র নয় যে এটি থেকে সরে যাওয়া যায় না এবং এটি চূড়ান্ত নয়। অনুমোদিত জরিপকারীর প্রতিবেদনটি বীমাকৃতের ক্ষতির ক্ষেত্রে বীমাকারীর দাবি নির্ধারণের ভিত্তি বা ভিত্তি হতে পারে তবে এই ধরনের প্রতিবেদন বীমাকারী বা বীমাকৃতের উপর বাধ্যতামূলক নয়। উক্ত প্রস্তাবে আমরা নিশ্চিত যে কোনও দ্বন্দ্ব হতে পারে না। জরিপকারীর প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু খণ্ডন করার জন্য আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নথিভুক্ত না করা পর্যন্ত জরিপকারীর প্রতিবেদনকে অবশ্যই প্রমাণের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১২. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি মামলার সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করেছেন, ৫,৬ এবং ৭ অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম হরজিৎ রাইস মিলস (২০০৫) ৬ এসসিসি ৪৫। উক্ত মামলায় উদ্ভূত তথ্যে বীমাকৃত বীমা আইন, ১৯৩৮-এর ধারা ৬৪-ইউএম (সি)-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বীমাকারীকে আবদ্ধ করার জন্য জরিপকারীর প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। বীমাকারী-তবে তদন্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। রাজ্য কমিশন ব্যক্তিগত তদন্তকারীর প্রতিবেদনটি দেখতে অস্বীকার করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে, এই আদালতের অভিমত ছিল যে, রাজ্য কমিশনের উচিত ছিল বীমাকারীকে তদন্ত প্রতিবেদনটি প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া। উক্ত মামলায়, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রকৃতিটি শুরু থেকেই বিতর্কিত ছিল। দাবিদার যুক্তি দিয়েছিলেন যে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল, যা বীমাকারীর দ্বারা গুরুতরভাবে বিতর্কিত হয়েছিল এবং সেই বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছিল। সেই আলোকে, দাবির বিচার করার জন্য ফোরামকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে ঘটনার প্রকৃতি সম্পর্কে দাবি করার ক্ষেত্রে কোনও জালিয়াতি হয়েছে কিনা। সেই পরিস্থিতিতে, যদিও প্রথম দিকে পুলিশ তদন্ত করত, তবুও বীমাকারীর দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিগত তদন্ত প্রশ্নটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক হত। অতএব, উক্ত পরিস্থিতিতে এটি আবশ্যক ছিল যে তদন্তকারীর প্রতিবেদনটি জটিল বলে বিবেচিত হবে এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত ছিল।

১৩. অন্যদিকে, তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে কোনও গুরুতর বিতর্ক নেই। এমনকি উত্থাপিত বিতর্কের ভিত্তিতেও বলা হয়েছে যে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কারখানা ও যন্ত্রপাতি ধ্বংসের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তা খুব একটা বড় বিষয় নয়। যতদূর পর্যন্ত কাঁচামাল/স্টকের ক্ষতি হয়েছে, ততদূর পর্যন্ত বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে এই যুক্তি দিয়ে যে ১৯৯৯ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে স্টক ক্রয়ের পরিমাণ ১৯৯৯ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত স্টকের অবস্থানের তুলনায় অত্যধিক দেখানো হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে, এখানে তথ্য ও পরিস্থিতিতে তদন্ত প্রতিবেদনটি একটি অপরিহার্য নথি ছিল কিনা বা জরিপ প্রতিবেদনটি সেই দিক থেকে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট সম্পূর্ণ কিনা তা হল সমস্যা।

১৪. উক্ত সিদ্ধান্তগুলি লক্ষ্য করার পরে, আমরা এই মতামত পোষণ করি যে এটি তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে না। আইনের এই প্রস্তাবের উপর যে জরিপকারীর প্রতিবেদনকে একটি পবিত্র নথি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না এবং যদি তদন্ত প্রতিবেদন সহ কোনও বিপরীত প্রমাণ থাকে তবে এটি খণ্ডনমূলক উপাদান হিসাবে উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়া উচিত, আমরা একমত। তবে, লক্ষণীয় বিষয় হল যে তাৎক্ষণিক মামলায় জরিপকারীর প্রতিবেদনটি যথাযথ পদ্ধতিতে স্টক অবস্থানের বিবেচনার বিজ্ঞাপন দেয় কিনা এবং সেই পরিস্থিতিতে কোনও তদন্ত প্রতিবেদন যা বিলম্বিতভাবে শুরু হওয়া তদন্তের উপর ভিত্তি করে তা কেন্দ্রবিন্দুতে নেওয়া উচিত কিনা। বাস্তবতা হল যে, জরিপকারীর প্রতিবেদন হল মৌলিক নথি যার সংবিধিবদ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে এবং সেটিকে ভিত্তি করে তৈরি করা যেতে পারে যদি এটি বিচারক ফোরামের আস্থাকে অনুপ্রাণিত করে এবং যদি এই ধরনের ফোরাম মামলার উদ্ভূত ঘটনা ও পরিস্থিতিতে অন্য কোনও উপাদানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে না পায়। যদি সেই আলোকে, জরিপকারীদের প্রতিবেদন, যার উপর নির্ভরশীলতা এন. সি. ডি. আর. সি দ্বারা রাখা হয়েছে, স্টক ধ্বংসের কারণে ক্ষতি সম্পর্কিত মূল্যায়ন হিসাবে নোট করা হয়েছে, তার বিবেচনা ধারা ৮.১.১-এ করা হয়েছে এবং ব্যাঙ্কের কাছে ঘোষিত স্টকের অবস্থান ধারা ৮.১.৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে। আপিলকারীর বিদ্বান কৌঁসুলি এবং উত্তরদাতাদের বিদ্বান কৌঁসুলি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিবেদনে থাকা বিশদ বিবরণের মাধ্যমে আমাদের নিয়েছেন।

১৫. সমীক্ষকগণ মজুদের সঠিকতা নির্ধারণের জন্য যে বিবেচনা করেছেন, তা নির্দেশ করে যে মজুদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কাছে ঘোষিত মজুদের মূল্য; ৩১.০৩.১৯৯৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষিত উৎপাদন হিসাব এবং ব্যালান্স শীটে উল্লেখিত মজুদের মূল্য; এবং ১৯৯৯ সালের আগস্ট থেকে ১৯৯৯ অক্টোবর মাসের মধ্যে কেনাকাটার জন্য প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রতি উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, মূল্যায়নকারীরা

১৯৯৯ থেকে ০৪/১১/১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে যে উৎস থেকে এল. ডি. পি. ই সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেই উৎসটিও আমরা পরিদর্শন করেছি। এই ধরনের যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জরিপকারীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেনঃ-

> "৮.১.৮ যদিও নথি অনুযায়ী কেনাকাটা এবং বিক্রয় সঠিক বলে পাওয়া গেছে, আমরা বীমিত ব্যক্তি কর্তৃক দাবি করা মোট ৭৩৫৮৫ কেজি পরিমাণ গ্রহণ করতে পারিনি। ব্যালান্স নির্ধারণের জন্য বিবেচিত উদ্বোধনী মজুদের পরিমাণ ব্যাংকে ঘোষিত পরিমাণের তুলনায় বেশি। পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আমরা ৩০.০৪.১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের ঘোষণার ভিত্তিতে মজুদের পরিমাণ গ্রহণ করেছি এবং তারপর ১.৫.৯৯ থেকে ৬.১১.৯৯ সময়কালে কেনা এবং বিক্রয়ের পরিমাণ যোগ/বিয়োগ করেছি। এই অনুযায়ী ক্ষতির তারিখে মজুদের পরিমাণ নিম্নরূপ নির্ধারিত হয়েছে:
>
> কেজি
>
> ৩০.৪.৯৯ তারিখে মজুদের পরিমাণ: **৫,৩৬৭.৭৫**
>
> যোগ: ১.৫.৯৯ থেকে ৬.১১.৯৯ পর্যন্ত ক্রয়: **১,১৪,১৫৫.৬০**
>
> মোট: **১,১৯,৫২৩.৩৫**
>
> বিয়োগ: ১.৫.৯৯ থেকে ৬.১১.৯৯ পর্যন্ত বিক্রয়: **৭৫,৪৪৪.৭৩**
>
> ৬.১১.৯৯ তারিখে ব্যালান্স পরিমাণ: **৪৪,০৭৮.৬২**

৮.১.৯ আমরা সর্বশেষ ক্রয়ের হার অনুযায়ী স্টকের মূল্য নির্ধারণ করেছি। বাজার মূল্যে। ক্ষতির আগে বীমাকৃতদের দ্বারা করা শেষ কেনাকাটা ছিল ৪.১১.৯৯। প্রতি কেজি অক্ট্রয় ৬৮.২৩৮ সহ হার। আইপিসিএল দ্বারা নির্ধারিত সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্যের সাথে হারের মিল রয়েছে। এছাড়াও, যে কোনও বীমাকৃত সামগ্রীর অতিরিক্ত পরিমাণ এড়ানো উচিত বলে মনে করা হয়েছিল।

৮.১.১০ উদ্ধারঃ পোড়া স্টকের অবশিষ্টাংশ অল্প পরিমাণে ছিল, একগুচ্ছ/মি টেড আকারে। সীমিত পরিমাণ যা বের করা যেতে পারে এবং এর স্ক্র্যাপ মান বিবেচনা করে আমরা উদ্ধার মূল্য হিসাবে ১ শতাংশ কেটে নিয়েছি।

৮.১.১১ মজুদের জন্য নির্ধারিত ক্ষতি নিম্নরূপ

৪৪,০৭৮.৬২০ কেজি এলডিপিই-এর খরচ	
প্রতি কেজি @ ৬৮.২৩৮ টাকা:	৩০,০৭,৮৮৫ টাকা
বিয়োগ: স্যালভেজ মূল্য ১%:	৩০,০৭৯ টাকা
নির্ধারিত ক্ষতি:	২৯,৭৭,৮০৬ টাকা

১৬. সুতরাং, জরিপকারীর রিপোর্টের একটি পর্যালোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যে এটি কার্যকরী নয়, তবে সমস্ত দিক উল্লেখ করা হয়েছে, যা নির্ভরযোগ্য ছিল না তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেই পটভূমিতে, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ০৬.১১.১৯৯৯-এ ঘটেছিল এবং জরিপকারীরা নিজেই ০৯.০১.১৯৯৯-এ সাইটটি পরিদর্শন করেছিলেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন হিসাবে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি ২৩.০৩.২০০০ এবং ১৩.০৩.২০০১-এ যথাযথ আলোচনার পরে বীমাকারীকে জমা দেওয়া হয়েছিল। বীমাকারী তৎক্ষণাৎ কোনও পদক্ষেপ নেননি, কিন্তু অনেক বিলম্বের পর তদন্তকারীকে '২২.০৬.২০০১ "-এ নিয়োগ করেছিলেন এবং উক্ত প্রক্রিয়াটি শেষ করেননি, যদিও উত্তরদাতা নম্বর ১ বারবার অনুরোধ করেছিলেন। বীমাকৃত ব্যক্তি এন. সি. ডি. আর. সি-র কাছে গিয়েছিলেন এবং এটি উক্ত কার্যধারায় রয়েছে, প্রথমবারের মতো বীমাকারী তদন্তকারীর প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে চায়। অতএব, এখানে জরিপকারীর প্রতিবেদনটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হিসাবে জমা দেওয়া হয়েছিল, তাতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা তদন্ত প্রতিবেদনের পরিবর্তে আরও যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্য। অতএব, তাৎক্ষণিক মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে তদন্ত প্রতিবেদনকে বিশ্বাসযোগ্যতা না দিয়ে এন. সি. ডি. আর. সি দ্বারা জরিপকারীর প্রতিবেদনের উপর নির্ভরশীলতাকে দোষ দেওয়া যায় না। সেই দৃষ্টিতে, এন. সি. ডি. আর. সি দ্বারা এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে তাতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১৭. এখানে বিবেচনার জন্য উদ্ভূত বিষয়ের আরেকটি দিক হল সুদের হার। আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বার্ষিক ১২ শতাংশ সুদের হার অত্যধিক। তবে, উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা নং-কে প্রদেয় পরিমাণ পরিশোধে বিলম্ব হয়েছিল যা যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন ছিল এবং এন. সি. ডি. আর. সি সেই ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। এই দিকটি বিবেচনা করে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রদত্ত সুদের হার অনুরূপ হওয়া উচিত যাতে বিলম্বিত অর্থ প্রদানের জন্য দাবিদারকে এই ধরনের সুবিধার জন্য সক্ষম করা যায়। এমন কোনও নির্দিষ্ট কারণ নেই যার জন্য এন. সি. ডি. আর. সি এটিকে এর জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছে

বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করে। অতএব, স্বাভাবিক ব্যাঙ্ক হার বা তার সম্পর্কে বার্ষিক ৯ শতাংশ হারে সুদ মঞ্জুরের ন্যায্যতা প্রদান করবে। তদনুসারে, এন. সি. ডি. আর. সি দ্বারা আদেশকৃত পরিমাণ বার্ষিক ১২ শতাংশের পরিবর্তে ৯ শতাংশ হারে সুদ সহ প্রদেয় হবে। সেই পরিমাণে, আদেশটি পরিবর্তিত হবে।

১৮. এটি লক্ষণীয় যে, এই আদালত আপিলটি গ্রহণ করার সময় এবং আদেশের স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করার সময়, জাতীয় কমিশনের কাছে অর্থের ৫০ শতাংশ জমা করার বিষয় ছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের কমিশনের সন্তুষ্টির জন্য তাদের জমা দেওয়া সুরক্ষার সাপেক্ষে ৬০:৪০ অনুপাতে তা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী তাই ছয় সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় কমিশনের কাছে অবশিষ্ট অর্থ জমা করবেন এবং প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের অনুপাত হিসাবে বিতরণ করা হবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের তা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হবে।

১৯. উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলএ অংশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২০. মুলতুবি থাকা আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

দিব্যা পান্ডে *আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu